২(চ) প্রশ্ন:- ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনীর বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

উত্তর:-

ভারতে গ্রাম শাসনের ক্ষেত্রে এক আমূল রূপান্তর নিয়ে এল ৭৩ তম সংবিধান সংশোধন আইন। ১৯৯১ সালে কেন্দ্রের নরসিমা রাও সরকার এক্ষেত্রে আইনী উদ্যোগ গ্রহন করেন, ১৯৯২ সালের ২২ ও ২৩ শে ডিসেম্বর বিলটি যথাক্রমে লোকসভায় ও রাজ্যসভায় অনুমোদিত হয়। ১৯৯৩ সালের ২৪শে এপ্রিল রাজ্য সভার সম্মতি ও রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পাবার পর বিলটি আইনে পরিনত হয়। ৭৩-তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সাংবিধানিক মর্যদা পেল, পঞ্চায়েতের সামর্থ্য, শক্তি ও সক্রিয়তা বৃদ্ধি পেল, পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে কার্যকর করার দায়-দায়িত্ব রাজ্যসরকারগুলির উপর এসে পড়ল। পঞ্চায়েতে মহিলা ও অনগ্রসর মানুষের আসন সংরক্ষনের মধ্য দিয়ে সামাজিক ভিত্তি পেল। সংবিধান সংশোধনের আইনের মাধ্যমে শুধুমাত্র পঞ্চায়েত আইনে স্পষ্টতা বা স্বচ্ছতা এসেছে তা নয়, এর মধ্য দিয়ে সারা ভারতে গ্রামীন শাসনে সমরূপতা আনার উদ্যোগ চোখে পড়ে।

৭৩-তম সংবিধান সংশোধনের মূল বৈশিষ্ট্য:-

৭৩-তম সংবিধান সংশোধনের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি সংবিধানের নবম অংশের ২৪৩(ক) থেকে ২৪৩ নং ধারায় ও সংবিধানের একাদশ তফশিলের অনুসরনে নিম্নলিখিত ভাবে উপস্থাপিত করা যায় —

(১) পঞ্চায়েতের অর্থ, গঠন ও গ্রামসভা:-

অর্থ ও সংবিধানগত ভাবে পঞ্চায়েতের মর্যাদা নির্দেশ করে বলা হল, পঞ্চায়েত সংবিধান অনুসারে গঠিত একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থা (২৪৩ধারা)। এর তিনটি স্তর, যথা- গ্রাম-স্তর, মধ্যবর্তী স্তর ও জেলাস্তর। ২৪৩অ-ধারায় গ্রামসভা গঠনের বিষয়ে বলা হয়েছে। সংবিধানের ২৪৩ (ক) নং ধারায় বলা হয়েছে একটি গ্রামসভা গ্রামস্তরে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে, যা রাজ্যের আইনসভা আইনের মাধ্যমে স্থির করবে। ২৪৩ (খ) নং ধারায় গ্রাম সভা বলতে বোঝানো হয়েছে পঞ্চায়েত এলাকার গ্রামস্তরের যোগ্য ভোটারদের নিয়ে সভা গঠিত। 20 লক্ষ জন সংখ্যার কম হলে মধ্যবর্তী স্তর গড়ার প্রয়োজন নেই। (২৪৩খ(১) (২))।

রাজ্য আইনসভা আইন প্রনয়ন দ্বারা পঞ্চায়েত গঠন বিধি স্থির করতে পারবে। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হল যে কোনো স্তরের পঞ্চায়েত অঞ্চলের জনসংখ্যা এবং পঞ্চায়েত স্তরের আসন সংখ্যার মধ্যে সারা রাজ্যে যতটা সম্ভব সামঞ্জস্য বজায় রাখতে হবে (২৪৩ গ(১))।

পঞ্চায়েতের সব আসনই পঞ্চায়েতের ভৌগোলিক এলাকার নির্বাচন ক্ষেত্রগুলিকে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ন হবে। আসন সংখ্যা বন্টনের প্রশ্নে প্রত্যেক নির্বাচন ক্ষেত্রের আসন সংখ্যা ও জনসংখ্যার মধ্যে সামঞ্জস্য থাকবে (২৪৩ গ(২))। বিভিন্ন স্তরের সভাপতি, সাংসদ বা রাজ্য আইনসভার উভয় সভার সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব রাজ্য আইনসভার আইন অনুসারে স্থির হবে। পঞ্চায়েতের সভায় সদস্যের ভোটাধিকার থাকবে। গ্রাম স্তরের সভাপতি নির্বাচিত হবেন রাজ্য আইনসভা প্রনীত আইন অনুসারে। মধ্যবর্তী ও জেলাস্তরের সভাপতি সংশ্লিষ্ট স্তরের নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন (২৪৩ গ (৩))।

② আসন সংরক্ষনের ব্যবস্থা:-

প্রত্যেক স্তরের পঞ্চায়েতে তপশিলী জাতি, উপজাতিদের আসন সংরক্ষনের ব্যবস্থা থাকবে। এক্ষেত্রে ঐ শ্রেনীর জনসংখ্যার সংগে আসন সংখ্যার অনুপাত সমানুপাতিক হবে এবং আসনগুলির বন্টনে পর্যায়ক্রমিক আবর্তন নীতি অনুসরন করা হবে। নুতন পঞ্চায়েতে মহিলাদের জন্যও আসন সংরক্ষনের ব্যবস্থা আছে। এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ নির্বাচন দ্বারা পূর্ন হবে আসনগুলির কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ, তপশিলী জাতি ও উপজাতিদের মধ্যেও আবার মহিলাদের জন্য এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত হবে (২৪৩(২৩৩) ধারা)। বিভিন্ন স্তরের সভাপতি আসনেও তপশিলী জাতি, উপজাতি ও মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে।

③ পঞ্চায়েতের কার্যকাল ও নির্বাচন:-

প্রতি পাঁচ বছর অন্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন বাধ্যতামূলক এবং যথেষ্ট কারন, প্রমান ছাড়া কোন পঞ্চায়েত বা পুরসভাকে বাতিল করা যাবে না। বাতিল করা হলেও ৬ মাসের মধ্যে নির্বাচন করতে হবে। পঞ্চায়েতের সদস্যদের অযোগ্যতা সম্পর্কে বলা হয়েছে, ভারতের নাগরিক না হলে, উন্মাদ বা দেউলিয়া হলে কোন লাভজনক পদে যুক্ত থাকলে পঞ্চায়েতের সদস্য হওয়া যাবে না (২৪৩ ঙ, চ ধারা)। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। রাজ্যপাল নির্বাচন কমিশনার কে নিয়োগ করবেন এবং তাঁর কার্যকাল ও যোগ্যতা আইন দ্বারা নির্ধারন করবেন।

④ পঞ্চায়েতের আয়ের সূত্র ও অর্থ কমিশন গঠন:-

২৪৩ 'জ' নং ধারায় পঞ্চায়েতকে আর্থিকভাবে স্বয়ম্ভর হবার জন্য কর, শুল্ক, টোল এবং পঞ্চায়েতকে দেয় অন্যান্য অর্থ আদায়ের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। তবে রাজ্য আইনসভার নির্ধারিত আইন মতোই পঞ্চায়েত এই ক্ষমতা পাবে। ২৪৩ 'ঝ' নং ধারায় বলা হয়েছে, পঞ্চায়েতের আর্থিক অবস্থা সমীক্ষার জন্য অর্থ কমিশনের

ব্যবস্থা থাকবে। বর্তমান সংশোধন আইন চালু হবার পর থেকে এক বছরের মধ্যে ও প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অর্থ কমিশন গঠন করতে হবে, কমিশনের গঠন, সদস্য সংখ্যা ইত্যাদি নির্ধারিত হবে রাজ্য আইনসভার আইন অনুসারে।

⑤ পঞ্চায়েতের হিসাবপত্র ব্যবস্থাপনা :-

পঞ্চায়েতের অর্থ অপব্যবহার রোধে পঞ্চায়েতের হিসাবপত্র সংরক্ষণ ও পরীক্ষার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বর্তমান সংশোধন আইনে বলা হয়েছে (২৪৩ 'ঝ' ধারা)।

⑥ পঞ্চায়েতের ক্ষমতা ও দায়িত্ব :-

৭৩ তম সংবিধান সংশোধনে পঞ্চায়েতের ক্ষমতা ও দায়িত্ব-এর ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে। সংবিধান সংশোধন আইনে বলা হয়েছে, রাজ্য আইনসভা পঞ্চায়েতের হাতে সেই ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রদান করবে যা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে এক কাজে সাহায্য করবে। পঞ্চায়েতের কাজের দুটি এলাকা চিহ্নিত করে সংবিধানে বলা হয়েছে - পঞ্চায়েতের কাজ হল - ক) অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায় বিচার সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রস্তুতি, খ) একাদশ তপশিলে বর্ণিত বিষয়গুলিসহ, পঞ্চায়েতের উপর অর্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায় বিচার-সংক্রান্ত পরিকল্পনার রূপায়ন (২৪৩ছ ধারা)।

একাদশ তপসিলে বর্ণিত পঞ্চায়েতের ২৯টি ক্ষেত্র হল - ① কৃষির প্রসারণ, ② ভূমি উন্নয়ন ও মৃত্তিকা সংরক্ষণ, ③ ক্ষুদ্র সেচ, জলসরবরাহ ব্যবস্থা ও আচ্ছাদনে উন্নয়ন, ④ পশুপালন, ⑤ মৎস্য চাষ, ⑥ সামাজিক বনসৃজন ও খামারভিত্তিক বনসৃজন, ⑦ অপ্রধান বনজ দ্রব্য, ⑧ ক্ষুদ্রশিল্প ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, ⑨ খাদি, গ্রামোদ্যোগ ও কুটির শিল্প, ⑩ গ্রামীণ গৃহনির্মাণ, ⑪ পানীয় জল, ⑫ জ্বালানী ও পশুখাদ্য, ⑬ সড়ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, ⑭ গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ ও বিদ্যুৎ সরবরাহ, ⑮ অপ্রচলিত শক্তির উৎস, ⑯ দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্প, ⑰ শিক্ষা, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ⑱ প্রযুক্তি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা, ⑲ বয়স্ক ও প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা, ⑳ গ্রন্থাগার, ㉑ সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ, ㉒ বাজার ও মেলা, ㉓ স্বাস্থ্য, আবর্জনা নিষ্কাশন, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হাসপাতাল, ㉔ পরিবার কল্যাণ, ㉕ মহিলা ও শিশু উন্নয়ন, ㉖ সামাজিক কল্যাণ ও প্রতিবন্ধীদের হিত সাধন, ㉗ অনগ্রসর ও তপশিলী জাতি ও উপজাতি কল্যাণ, ㉘ গণবন্টন, ㉙ সামাজিক সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ।

পঞ্চায়েত ব্যবস্থার পক্ষে ৭৩তম সংবিধান সংশোধন অবশ্যই এক অগ্রগতি হিসাবে চিহ্নিত হবে, দেশের মৃতপ্রায় পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে তোলার এক ব্যবস্থাপত্র হিসাবে এই সংশোধনী আইনকে গণ্য করা যায়। ৭৩ তম সংবিধান সংশোধন আইনকে মডেল করেই

পরবর্তী সময়ে কাজে কাজে নতুনভাবে পঞ্চায়েত বিধি ও ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচন বাধ্যতামূলক হয়েছে, পঞ্চায়েতের গঠন ও কাজে সমরূপতা এসেছে, পঞ্চায়েতের দায়বদ্ধতা বেড়েছে। উন্নয়ন ও পরিকল্পনার এক অপরিহার্য বাহন পঞ্চায়েত ব্যবস্থা হয়েছে।

১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন প্রথম ১৯৭৮ সালের জুন মাসে বামফ্রন্ট সরকারের পরিচালনায় পঞ্চায়েত নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে কার্যকর রূপ পেল। বলা যেতে পারে ১৯৭৮ সাল থেকেই পশ্চিমবঙ্গে এক সুবিন্যস্ত পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হল। পশ্চিমবঙ্গের ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে ১৯৭৮ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত ৬টি নির্বাচন হয়েছে। জন অংশগ্রহণ ও আসন সংখ্যার বিচারে পঞ্চায়েতের নির্বাচন এক অভূতপূর্ব নজির গড়েছে সন্দেহ নেই।

প্রথম থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত পঞ্চায়েত কোন স্বশাসিত সংস্থা ছিল না। গণতান্ত্রিক পথে পঞ্চায়েত নির্বাচনের সুযোগ ছিল না, বলবন্ত রাও মেহতা কমিটি নীচের স্তরে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের কথা বললেও মধ্যবর্তী ও উচ্চস্তরে নির্বাচনের কথা বলে নি, গ্রামস্তরে নির্বাচনে শাসকদল ও আমলাতন্ত্রের প্রভাব বেশী ছিল। গ্রামীণ উচ্চবর্ণ ও প্রভাবশালী গোষ্ঠীর প্রাধান্যও লক্ষণীয় ছিল। উন্নয়নের সুযোগ সুবিধা সমান ভাবে বণ্টন হয় নি। ১৯৭৮ সালের পর প্রতিটি স্তরেই নির্বাচন হয়েছে, প্রতিনিধিত্বের মানে গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে, আমলাতান্ত্রিকতা ও বর্ণভেদ কমেছে, ন্যায্য বণ্টনের নীতি গুরুত্ব পেয়েছে। কমবেশি সব দলই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে, সাফল্যও পেয়েছে। যদিও সরকারী দলের রাজনৈতিক প্রভাব ও নির্বাচনী সুবিধার বিষয়ে বিরোধীদের অভিযোগ কম নয়, তবুও বলা চলে উন্নয়ন, সম্পদ সংগ্রহ, পুনর্বণ্টন, মহিলা ও অনগ্রসর মানুষের প্রতিনিধিত্ব; বিভিন্ন স্তরে সমিতি গঠন, সমন্বয়, সমাজে কাঠামোর পরিবর্তন পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সবকিছুই চোখে পড়ে। রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে, নতুন নেতৃত্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে, প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে সামগ্রিক-ভাবে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতের চিত্র আশাব্যঞ্জক।